بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী (সা.)-এর সত্যনিষ্ঠ সেবক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর দানশীলতা ও উদারতার কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ জুলাই, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, **'তাঁর জীবনে দানশীলতার আরেকটি উজ্জ্বল দিক হলো তাঁর সুপারিশ ও বিশেষ অনুরোধের বৈশিষ্ট্য। কখনও কখনও তাঁর কাছে এমন সাহায্যপ্রার্থী আসত যার চাহিদা পূরণ করার সাধ্য তাঁর থাকত না বরং এটি অন্যদের ওপর নির্ভর করত। এমন পরিস্থিতিতে তিনি এই ব্যবস্থাও করতেন যে, তার উপকারের জন্য এমন লোকদের কাছে সুপারিশ করতেন, যাদেরকে তিনি নিজের কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যও কখনও কিছু বলতেন না। এটি এমন এক দয়ার্দ্র ও নিষ্ঠাপূর্ণ মহিমা যা পৃথিবীতে খুব কমই পাওয়া যায়।'**

এরপর মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব, যে জামা'তের ঘোরতর শত্রু ছিল এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারের সাথেও শত্রুতা পোষণ করত, তার ব্যাপারে উল্লেখ করে বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জাগতিক বিষয়াবলীতে তার সেই শত্রুতাকে সর্বদা উপেক্ষা করতেন অর্থাৎ, তাঁর সাথে সদাচরণে তিনি (আ.) কখনো কোনো তারতম্য করেননি। মির্যা ইমাম উদ্দীন প্রায়শই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করত এবং এসব অনুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও বিরোধিতায় লিপ্ত থাকত। একবার সে একটি ঘোড়া বিক্রি করতে চায় এবং এর জন্য সে মনস্থির করে, এই ঘোড়াটিকে জম্মুতে নিয়ে যাবে এবং হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করবে, যেন এর বিনিময়ে সে একটি উপযুক্ত মুল্য লাভ করে। অতঃপর সে নিজে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে আবেদন করে যেন তিনি (আ.) হযরত হাকীমুল উম্মতের নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে দেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কালক্ষেপণ না করেই তার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)-র নামে একটি সুপারিশপত্র দিয়ে দেন যাতে তিনি জম্মুর কোনো রঈস বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত মূল্যে এই ঘোড়াটি বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন, আর বাস্তবে তিনি (রা.) তাই করেছেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে মির্যা মুহাম্মদ বেগের পরিবারের সাথেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-

এর সম্পর্ক ভালো ছিল না, তথাপি কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তিনি (আ.) তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতেন। একবার মির্যা মুহাম্মদ বেগ জম্মুতে চাকরি পাবার উদ্দেশ্যে হুযূর (আ.)-এর কাছে আবেদন করে, যেন হযরত হাকীমুল উম্মত (রা.)-এর নামে একটি সুপারিশপত্র লিখে দেওয়া হয়, যাতে তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। তিনি (আ.) কোনো দ্বিধা ছাড়াই এটি লিখে সুপারিশ পত্রটি দিয়ে দেন যে, **যদিও তার পিতা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, কিন্তু এতে কোনো ক্ষতি নেই যে, কঠোরতার বদলে কোমলতা অবলম্বন করে 'ইদফা' বিল্লাতী হিয়া আহসান' (অর্থাৎ, সর্বোত্তম পন্থায় মন্দের মোকাবিলা করো) এর আলোকে সওয়াব হাসিল করা হোক। অতএব, তাকে সাহায্য করে পুলিশ বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত করিয়ে দিন।**

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লেখেন, কাদিয়ানে নেহাল চাঁদ নামের এক ব্রাহ্মণ ছিল, যে তার যৌবনকালে এক কুখ্যাত মামলাবাজ ছিল এবং হযরত সাহেব (আ.)- এর পরিবারের সাথে নিয়মিত দুষ্টুমি করত। শেষ বয়সে তার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, এমনকি অনেক সময় নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজনাদি মেটাতেই সে হিমশিম খেতো। সে একবার হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে নিজের কাহিনী বর্ণনা করে। তিনি (আ.) তার কথা শুনে তাকে সান্ত্বনা দেন এবং নগদ পঁচিশ রূপি প্রদান করে বলেন, যখনই প্রয়োজন হবে আমাকে জানাবে। এরপর এটি তার রুটিন হয়ে যায়। সে এক-দুই মাস পর পর হুযূর (আ.)- এর সমীপে আসত এবং একটি সম্মানজনক অর্থ নিয়ে ফেরত যেত। একবার সে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছ থেকেও নির্ধারিত সময়ে ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ নিয়েছিল। যখন তিনি (রা.) তা ফেরত চান, তখন সে বলে, মির্যা জী তো আমাকে সর্বদা টাকা দেন এবং তা দিয়েই আমার সংসার চলে, তিনি তো কখনো টাকা ফেরত চাননি! একথা শুনে, তিনি (রা.)ও তাকে ছাড় দেন এবং সেই টাকা ফেরত নেননি।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন যে, পাদ্রী ওয়াল্টার সাহেব এম. এ., যিনি ওয়াই.এম.সি.এ. -এর সম্পাদক ছিলেন, তিনি তাঁর বইয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে এই অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন যে, **"মির্যা সাহেব প্রকৃতিগতভাবে সাদাসিধে এবং উদার মনমানসিকতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর নৈতিক সাহস যা তিনি তাঁর বিরোধীদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা ও উৎপীড়নের সময়ও প্রদর্শন করেছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেবল এক চুম্বকীয় আকর্ষণ ও অত্যন্ত চমৎকার স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিই এমন সব মানুষের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য লাভ করতে পারেন, যাঁদের মধ্যে অন্তত দুইজন আফগানিস্তানে নিজেদের আকিদা বা বিশ্বাসের কারণে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন, কিন্তু তবুও মির্যা সাহেবের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। আমি কিছু প্রবীণ আহমদীর কাছে তাঁদের আহমদী হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন অধিকাংশ ব্যক্তিই সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে মির্যা সাহেব (আ.)-এর ব্যক্তিগত প্রভাব এবং তাঁর মোহনীয় ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরেছিলেন।"**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তিনি (আ.) কাউকে কোনো কিছু প্রদর্শনের জন্য দিতেন না, বরং নিছক আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দিতেন। এ কারণে সাধারণত তিনি (আ.) অত্যন্ত গোপনে দান করতেন এবং কখনো কখনো অন্যদের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যেও দিতেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করতেন না এবং এটিও তাঁর অভ্যাস ছিল, কোনো কোনো মানুষের প্রয়োজনের কথা অনুভব করে, তাদের কিছু চাওয়ার পূর্বেই তিনি তাদেরকে সাহায্য করতেন। ১৯০৪ সালে একবার একজন নিষ্ঠাবান মুহাজিরকে তিনি (আ.) কিছু টাকা দিয়ে বলেন, এখন শীতকাল; আপনার কাপড়ের প্রয়োজন হবে অথচ তাঁর পক্ষ থেকে কোনো আবেদন ছিল না।

তাছাড়া তিনি (আ.) অত্যন্ত গোপনে মানুষকে দান করতেন এবং এতে বন্ধু বা শত্রুর কোনো পার্থক্য থাকত না। শেখ ফতেহ মুহাম্মদ সাহেব বলেন যে, যখনই আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর খিদমতে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি সর্বদা আমার যাতায়াত ভাড়া পরিশোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। যদিও আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না, তবুও হযরত (আ.)-এর দানশীলতার আত্মা এত মহান ও অসাধারণ ছিল যে, তিনি জিজ্ঞেস না করেই সবসময় (টাকা) পেশ করতেন। আর এটি কেবল আমার সাথেই হতো না, বরং অধিকাংশ মানুষকে তিনি দিয়ে দিতেন। সিরিয়া ও আরব দেশ থেকে কিছু লোক আসত এবং তিনি (আ.) তাদেরকে অনেক সময় পথখরচ হিসেবে বিপুল পরিমাণের অর্থ দান করতেন; কারণ তারা সুদূর দূর-দূরান্ত থেকে আসত। কখনো কখনো মানুষ মুখে সাহায্য চাইত না, বরং চিরকুট বা চিঠি লিখে দিয়ে দিত। কেউ জানতে পারত না যে সে সাহায্য চেয়েছে, কিন্তু হুযূর (আ.) যখন ভেতর থেকে সাহায্যপ্রার্থীর জন্য কিছু পাঠাতেন তখন জানা যেত; অথবা কখনো ভেতরে যাওয়ার সময় বলে যেতেন যে, 'তুমি বসো, আমি আসছি'। হযরত সাহেব (আ.) যখন ফিরে আসতেন তখন জানা যেত যে, তিনি সাহায্যপ্রার্থীর জন্য তার কাঙ্ক্ষিত জিনিস-নগদ টাকা বা কাপড় নিয়ে আসছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বে তাঁর ভাইয়ের বিয়ের সময় তাঁরা কিছু ছাগল আনিয়েছিলেন যা নাঙ্গল বাঘবানার এক ব্যক্তি চুরি করত। একদিন হুযূর (আ.) ভ্রমণে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে সেই লোকটিকে দেখেন। তার সাথে তার ছেলেও ছিল যে খালি পায়ে হাঁটছিল। হুযূর (আ.) তার দিকে তাকিয়ে বলেন, মিয়াঁ! তুমি খালি পায়ে ঘুরছ কেন, তোমার পায়ে কাঁটা ফুটবে তো? সে বলে, হুযূর! আমার কাছে জুতো নেই। হুযূর (আ.) নিজের জুতো জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দেন। প্রথমে সে নিতে ইতস্তত করে, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, তুমি এটি পরো এবং ব্যবহার করো। এরপর সে সেটি নেয় আর তিনি (আ.) খালি পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে আসেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল বিশ বা ত্রিশ বছর।

হুযূর (আ.) তাঁর মহিমান্বিত নেতা ও পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসরণে দানশীলতা ও উদারতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন; তা সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের এটিও পরিলক্ষিত হয় যে, কোনো প্রজ্ঞা ও হিকমতের কারণে তিনি সাহায্যপ্রার্থীকে দেওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। যেমন, শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৮৮৯ সালে তিনি লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে একজন সাহায্যপ্রার্থী এসে বলে, আমার এক আত্মীয় মারা গেছে, আমার কাছে দাফন-কাফনের কোনো ব্যবস্থা নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাজী খাজা আলী সাহেব (রা.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন, তিনি যেন তার সাথে গিয়ে কাফনের ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত হুযূর (আ.) এমনটি করতেন না, কিন্তু এবার তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়ে পাঠান। কাজী সাহেব কিছু সময় পর হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলেন, সাহায্যপ্রার্থী কিছুদূর যাওয়ার পর কাকুতি-মিনতি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে, আপনি আমার সাথে যাবেন না, যা দেওয়ার এখানেই দিয়ে দিন। আমি বললাম, না! আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। তখন সে বলে, কেউ মারাও যায়নি আর দাফন-কাফনেরও কোনো প্রয়োজন নেই, এটি আমার পেশা। কাজেই, আমার গোপন বিষয় ফাঁস করবেন না -এই বলে সে চলে যায়।

তিনি (আ.) শিশুদের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীও দান করতেন। কাদিয়ানের হাকীম মুহাম্মদ ওমর সাহেবের স্ত্রী আযিয বেগমের মাতা বিবি রানী বর্ণনা করেন, আমি ১৯০১ সালে পত্রযোগে বয়আত করেছিলাম। ১৯০২ সালে যখন কাদিয়ানে আসি তখন আমার ছোটো মেয়েটি আমার সাথে ছিল। একবার হযরত সাহেব (আ.) সকালের দিকে বাগানে ভ্রমণে গিয়ে খাবার খাচ্ছিলেন, তখন আমিও সেখানে উপস্থিত হই আর আমার ছোটো মেয়েটি কাঁদতে শুরু করে। হযরত সাহেব (আ.) জিজ্ঞেস করেন, সে কী চাচ্ছে? আমি বললাম, রুটি খেতে চাচ্ছে। তিনি (আ.) রুটি দেন, তথাপি সে কান্না থামাচ্ছিল না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন, এখন কী চাচ্ছে? আমি বললাম, সে ঐ রুটিটি চাচ্ছে যা আপনি খাচ্ছেন। তখন হুযূর (আ.) সেই রুটিটিই তাকে

দিয়ে দেন যা তিনি নিজে খাচ্ছিলেন এবং এরপর মেয়েটি শান্ত হয়ে রুটি খেতে থাকে।

হুযূর আনোয়ার বলেন যে, বিগত খুতবায় আমি এই ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম যে, লঙ্গরখানার খরচ বেড়ে গেলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত আম্মাজান (রা.)-এর গহনা বিক্রি করে খরচ মেটান। এর ওপর গত সপ্তাহে আমার কাছে একজন প্রশ্ন করেছেন যে, প্রয়োজন দেখা দিলে স্ত্রীর গহনা কি স্বামীর ব্যবহারে আসতে পারে এবং তা খরচ করা যেতে পারে? সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট থাকা উচিত যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঋণ গ্রহণ করতেন এবং তা পরিশোধও করে দিতেন।

এই বিষয়ে একটি বর্ণনা রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত উম্মুল মুমিনীন (আম্মাজান)-এর কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। গম কিনে লঙ্গরখানার খরচ এবং ঘরের খরচ মেটান; কারণ অনেক খাবার তাঁর (আ.) ঘর থেকেই রান্না হতো। পরবর্তীতে তিনি (আ.) চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের কাছ থেকে ৫০০ টাকা আনালেন এবং কিছু ঘিয়ের পাতিল আনালেন এবং হযরত আম্মা জান (রাযি.)-এর ঋণ পরিশোধ করে দিলেন।

একটি ঘটনা খাবারে বরকত লাভের বিষয়ে। হযরত মিঞা আব্দুল্লাহ সাহেব সনৌরী (রা.) বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কয়েকজন মেহমানের দাওয়াত করেছিলেন। খাবারের সময় ঠিক ততসংখ্যক আরও কিছু মেহমান চলে এলেন। হযরত আম্মা জান (রা.) বললেন, কোনোভাবে চেপেচেপে খাবারের ব্যবস্থা তো হয়ে যাবে, কিন্তু জর্দা অত্যন্ত কম রয়েছে, এটি না পাঠাই। হযরত সাহেব (আ.) বললেন: না! এটি সমীচীন নয়। তুমি জর্দার পাত্রটি আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি (আ.) সেই পাত্রটির ওপর রুমাল দিয়ে দিলেন এবং তারপর রুমালের নিচে নিজের হাত বাড়িয়ে আঙুলগুলো জর্দার ভেতর প্রবেশ করালেন; অতঃপর বললেন, সবার জন্য খাবার বের করো। যখন এই খাবার পরিবেশন করা হলো, তখন সকলেই খেলেন এবং কিছু জর্দাও বেঁচে গেল।

এগুলো ছিল তাঁর (আ.) দানশীলতা ও উদারতার কয়েকটি ঘটনা, যেগুলোতে নিজের নেতা ও প্রভু (মহানবী সা.)-এর অনুসরণে তিনি (আ.) এমন আদর্শ প্রদর্শন করেছেন যে, যার মাধ্যমে আপন ও পর-এমনকি শত্রু পর্যন্ত উপকৃত হতে থেকেছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

10 July 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in